কবিতার অন্যকোনখানে

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

উপনিবেশের ভাষা ঃ এমে সেজেয়ার

"Whether I like it or not, I'm a poet of French expression...But what I want very much to stress is that there has been...on my part an effort to create a new language capable of expressing my African heritage." - Aime Cesaire

গত ৫/৬ বছর ধরেই কৌরব পত্রিকার আন্তর্জাল দপ্তরে বহু বাংলা কবিতা জমা পড়ে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। অধিকাংশই অতি তরুণ কবিদের লেখা। এমনই এক তরুণের কিছু লেখা ভালোলেগে গেল একদিন। পড়তে পড়তে একটি কবিতায় লক্ষ্য করি সে লিখেছে - ' ক্রমশ রেড হয়ে উঠছে ঐ প্রান্ত'। আরো অন্যত্র লক্ষ্য করি ইংরেজি শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহার। অথচ এই তরুণের নিজস্ব উচ্চারণ রয়েছে, ভাষা ও অভিব্যক্তি রয়েছে এবং যা বাঙালী তরুণ কবিদের সহজ ফর্মুলা - প্রকৃতি, তার বর্ণনা, বন্দনা ও বিবৃতি - এর ফর্মুলার বাইরেও তার অনেক ভাবনা রয়েছে। তবু, আমি ক্রমশ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকি। কবিকে ই-মেল করি - এ কি করছেন ? 'রেড' লিখতে হচ্ছে বাংলা কবিতার পংক্তিতে ? 'বাটারফ্লাই' লিখতে হচ্ছে ? বাংলা ভাষার এতটা দুরবস্থা ?

বাংলা ভাষা বরাবরই তার দরজা, জানলা খোলা রেখেছে। আজ যে মৌখিক বাংলা আমরা বলি তার কক্ষে কটিই বা তৎসম, তদ্ভব শব্দ ? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন - 'আরবি , ফারসি পর্তুগীজ শব্দ ছাড়া একটা গোটা বাংলা বাক্য রচনা করা যায় না।' মোক্ষম সত্যি। কেবল আরবি, ফারসি, ওলন্দাজ শব্দই নয়, গত তিনশ বছর ধরে অকাতরে ইংরেজী শব্দে ছেয়ে গেছে বাংলা ভাষা। এবং সাম্প্রতিক কালে মার্কিন ইংরেজী শব্দে। কোন ভারতীয় ভাষাতেই বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তিশিক্ষা বিশেষ এগোয়নি, ফলে বিদেশী প্রযুক্তির আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ভাষাও আমাদের ভাষার খোলনলচের ভেতর ভেতর। কবিরা কি ভাবেন এসব নিয়ে ? আদৌ কিছু ভাবেন ?

এসমস্ত প্রশ্নের মুখোমুখি এক বৈশ্বিক বিড়ম্বনার মধ্যে বসে ভাবতে থাকি। এই অতিতরুণ কবিকে কিভাবে 'রেড' লেখা থেকে বিরত করি ? নাকি এই কৃত্রিম নিষেধাজ্ঞা এক অর্থহীন প্রস্তাবনা ? এভাবেই এমে সেজেয়ারের কথা মনে আসে। প্রায় তিরিশ বছর পূর্বে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ই এমে সেজেয়ারের একটি কবিতা বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেন। এরপর আর সেজেয়ারকে নিয়ে বাংলায় কোন লেখালিখি চোখে পড়েনি।

এমে সেজেয়ার, ২০০০ সালে

আজ থেকে প্রায় ১১ বছর পূর্বে নিউ ইয়র্ক শহরে থাকার সময় একদিন একটা ট্যাক্সিতে উঠেছি। হাতে একটা কবিতার বই। নিউ ইয়র্ক শহরের অধিকাংশ ট্যাক্সিচালকই অভিবাসী। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ কি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা লাতিন আমেরিকার লোক। সেদিনের সেই কালো ট্যাক্সিচালক আমার হাতে কবিতার বই দেখে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। কি কবিতা পড়তে ভালোবাসি, কেন কবিতা পড়ি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিনা, সাহিত্যের ছাত্র কি না - ইত্যাদি। তারপর সে নিজেই গাড়ী চালাতে চালাতে আবৃত্তি করতে থাকে কিছু ইংরেজী কবিতা, মাঝে মাঝে ফরাসীতে। অতি অপূর্ব সেই কবিতা, তার আবৃত্তিও। কার কবিতা ? আমি জিজ্ঞেস করতে ট্যাক্সিচালক বলে - এমে সেজেয়র , নাম শুনেছেন ? পরে নিউ ইয়র্কবাসী মার্কিন কবি বন্ধুদের মুখে শুনি যে সেজেয়ার ক্যারিবিয়ানদের মধ্যে এমন বিখ্যাত, যে প্রায় যে কোন লোকেরই ওঁর কবিতা পড়া।

সেজেয়ার ও তার কবিতাকে বুঝতে গেলে আগে তাকিয়ে দেখতে হয় আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের গত দু-তিনশো বছরের ঔপনিবেশিক ইতিহাসের দিকে। সেজেয়ার একবার বলেছিলেন - ' আমার নিজের এটা ভালো লাগুক বা না লাগুক, আমি এক ফরাসী অভিব্যক্তির কবি.....কিন্তু একটা কথা জোর দিয়ে বলতে চাই যে

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

আমার সাহিত্যের মধ্যে আগাগোড়া একটা সচেতন চেষ্টা ছিল একটা নিজস্ব ভাষা নির্মাণের, যার মাধ্যমে আমি আমার আফ্রিকান ঐতিহ্যেকে প্রকাশ করতে পারি।'

আফ্রিকার ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ দীর্ঘ কয়েক শতক ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে ছিল। ফরাসী, ইংরেজ, ওলন্দাজ। গায়ানা, মার্তিনিক, ভার্জিন আইল্যান্ডস্, ত্রিনিদাদ, আইভরি কোস্ট সহ আফ্রিকার অধিকাংশ দেশই দখল করে রেখেছিল ঔপনিবেশিক শক্তি। সেখানে স্থানীয় ভাষা কেবল কথ্য ভাষার মর্যাদাতেই রয়ে গেছে। সেজেয়ারের কবিতার শৈল্পিকতা আধুনিক যুগের। সেই স্রোতে এসে মিশেছে নিগ্রোদের আবলুশ সংস্কৃতির সচেতনতা। অনেক সেজেয়ার-আলোচকই তাঁর লেখার নানা রন্ধে অধিবাস্তবতাকে খুঁজে পেয়েছেন। অনেকগুলি উপাদান তাঁর কবিতার সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়, কখনো রূপকের চেহারায়, কখনো রূপককে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে গিয়ে। কালোমানুষ, পৃথিবীর যে অঞ্চলেই থাকুক, সেজেয়ারের কবিতার মাধ্যমে যেন তার শিকড়ে ফিরে যেতে পারে - এই বোধ যেন তাঁর সমগ্র সাহিত্যের কোনাঝোপের সর্বত্র। কালোমানুষের অস্তিত্ব সংকটকে সেজেয়ারের কবিতা ছুঁয়ে যাবেই। আরো একটা সঙ্গম ঘটেছে তাঁর কবিতায়। নেগ্রিচুড ও অধিবাস্তবতার একটা জটিল মিশ্রণ ঘটেছে। এর ফলে, সেজেয়ারের কবিতায় এমন অনেক রূপকের উপস্থিতি ও ব্যবহার টের পাওয়া যায় যা সাধারণ পাঠককে গোলমালে ফেলে দিতে পারে। ২০০১ সালে ৮৮ বছর বয়েসে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর সুররিয়ালিয়াজম বা অধিবাস্তবতা সম্বন্ধে সেজেয়ার বলেছেন - "If I liked Surrealism, I understood it in my own way. What interested me about surrealism was that possibility, or the hope in any case, of going to the deepest part of the self, of having finished with the superficial, the already done, of breaking the surface, of descending even deeper than the ocean floor. And for me, that was poetry."

এমে সেজেয়ারের জন্ম ১৯১৩ সালে ফরাসী সরকার পরিচালিত ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মার্তিনিক-এ। গরীব পরিবারে তাঁর শৈশব কাটে। সেজেয়ার অল্পবয়স থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। ১৮ বছর বয়েসে ফরাসী সরকারের বৃত্তি পেয়ে সেজেয়ার প্যারিসে রওনা হন। লাইসী-লুই-ল-গাঁ স্কুলে পড়ার সময়েই সেজেয়ার প্রথম পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর সম্পাদনায় বেরোতে থাকে 'এতুজন নোয়ার' (কালো ছাত্র)। ১৯৩৬ সালে, ২৩ বছর বয়েসে তাঁর বিখ্যাত কাজ - 'কাহিয়ে' লিখতে শুরু করেন।লাইসীতে পড়ার সময়েই এমের আলাপ হয়ে যায় সুজান নাম্নী এক সাহিত্যানুরাগীর সাথে। কয়েক বছর পর তাকেই বিয়ে করে মার্তিনিকে ফিরে যান এমে। সেখানে গিয়ে দুজনেই শিক্ষকতা শুরু করেন একটি সাহিত্য ইস্কুলে। চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সেজেয়ার রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ফোর্ত-দ্য-ফ্রাঁসের মেয়ের নিযুক্ত হন। দীর্ঘদিন মেয়র ছিলেন। কবিরা রাজনীতিতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হন - এই অপবাদটিকে সেজেয়রের মত ভুল প্রমাণ আর বোধহয় কেউ করেননি। ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির টিকিট পান। তিরিশের দশকে থেকেই কম্যুনিজমে গভীর বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করে তাঁর। এখানে আরো অনেক ফরাসী কবি/শিল্পীর মত আমরা আরো একজন কম্যুনিস্ট-অধিবাস্তববাদী শিল্পীকে পাচ্ছি।তিরিশ-চল্লিশের গোটা দশকটাই সেজেয়ারের কাছে ছিল একটা বড় উৎপাদনের সময়। ঐসময়ে অজস্র কবিতা, প্রবন্ধসংকলন, গদ্য, নাটক ও রাজনৈতিক ধারাভাষ্য লেখেন। তার পরের দুটো দশক জুড়েও তাঁর লেখালিখি অব্যাহত থাকে। তবুও, তিরিশ-চল্লিশ দশকের মত অত উৎপাদনী সময় তাঁর আর কখনো আসেনি। ঐ সময়েই সেজেয়ার সাদা ইউরোপের সমালোচনা জগতে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠছেন। পাবলো পিকাসো তাঁর কবিতার অলংকরণ করছেন। নিগ্রো চিত্রশিল্প নিয়েও সেজেয়ারের নিজস্ব ভাবনা ছিল। কালো চিত্রকর উইলফ্রেডো লামকে একসময়ে উনি উদ্দেশ্য করেন তাঁর কবিতা। লামের ছবি সেজেয়ারকে নতুন প্রেরণাশব্দ এনে দেয়।

তিরিশ দশকের মাঝামাঝি যখন একোল নর্মেল সুপেরীয়র (ফ্রান্সের যে দর্শন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝাক দেরীদা পড়াতেন) - এ প্রবেশ পরীক্ষার জন্য সেজেয়র তৈরি হচ্ছেন, 'নেগ্রিচ্যুড' (Negritude) বা 'নেগ্রিস্মো' (Negrismo) বা 'কৃষ্ণবাদ' নামে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করেন। কৃষ্ণবাদ আফ্রিকা -উদ্ভূত এক জাতি-সচেতন সংস্কৃতির কথা বলে। আফ্রিকা বংশোদ্ভূত শিল্পীদের সচেতন করে তুলতে চায় তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে। অধিবাস্তবতা ছাড়াও সেজেয়ারের লেখায় একসময় 'ফিউচারিসম' বা ভবিষ্যতবাদের ছায়া পড়ে। কিন্তু এই সমস্ত সাহিত্যবাদের পিঁজরায় আটকে থাকেনি সেজেয়ারের ভাষা ও সাহিত্যচেতনা। কৃষ্ণবাদের আলকাতরা গড়িয়ে গড়িয়ে পৌঁছে গেছে তাঁর কবিতা ও কাব্যসাহিত্যের সমস্ত নালায়। কৃষ্ণবাদের মাধ্যমে তিনি চেষ্টা করেছিলেন কালো কবি/শিল্পীদের তাঁদের আদি-সংস্কৃতি সম্বন্ধে আত্মসচেতন কর তুলতে। অন্তঃসারের গভীরে যে কালোমানুষটি লুকিয়ে আছে তাঁকে জাগিয়ে দিতে, যাতে ঔপনিবেশিক ভাষায় তাঁর সাহিত্য রচিত হলেও, সে সাহিত্যের চারা শেকড় গাড়ে এক আদি দেশজতায়। কৃষ্ণবাদকে সেই অর্থে কালো-সাহিত্যের এক নবজাগরণও বলা যায়। অনেক গবেষক বলেন যে 'কৃষ্ণবাদ' আসলে এক আফ্রো-হিস্প্যানিক চেতনার উপ-উৎপাদন (বাই-প্রোডাক্ট)। আবার এও ঠিক, যে উনিশ শতকের শেষে হিস্প্যানিক নেগ্রিস্মো ধারণাটির জন্ম হয় দুবোয়া (William DuBois) নির্মিত Pan-Negrism তত্ত্ব থেকে। অনেকে এমনও বলেন যে নিউ ইয়র্কের হার্লেম-রেনেসাঁ থেকেই কৃষ্ণবাদের উৎপত্তি।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

নেগ্রিচ্যুড বা কৃষ্ণবাদকে অনেকেই আক্রমণ করেছিলেন। সাদা ও কালো চামড়ার মানুষ। এমনকি দার্শনিকরাও। যেমন জ্যঁ পল সার্ত্র। সার্ত্র কৃষ্ণবাদের দার্শনিক পর্যালোচনা করে লিখেছিলেন - "Negritude appears to be a weak stage of dialectic progression and that it will destroy itself." নাইজিরীয় কবি/নাট্যকার ওলে সোইঙ্কাও নেগ্রিস্মোর সমালোচনা করে লিখছিলেন যে এই ধরণের রক্ষণাত্মক আন্দোলন কালো শিল্পীর পিঠ কেবল দেয়ালে ঠেকিয়ে দেয়। 'বাঘ তার বাঘত্ব দেখিয়ে বেড়ায় না, খিদে পেলেই সে শিকারের ওপরের ঝাঁপিয়ে পড়ে'।

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণবাদ আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল কিনা সেটা তর্কের বিষয়। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে বিশ শতকের ষাটের দশকে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক অঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গ কবি আমিরি বারাকার নেতৃত্বে যে "Black Art Movement" শুরু হয় সেই আন্দোলন কৃষ্ণবাদের ধমনী থেকে নিশ্চিত কিছুটা রক্ত টেনেছিল ।

সেজেয়ারের কবিতায় কিভাবে আসতো এই কৃষ্ণবাদের অভিব্যক্তি ? একটা উদাহরণ দেখা যাক -

আর আমি কথা বলি
আর আমার শব্দ শান্তি
আর আমি কথা বলি আমার শব্দ মাটি
আর আমি বলি
আর
আনন্দ
ফেটে পড়ছে নতুন সূর্যে

(হাতিয়ার / এমে সেজেয়ার)

আফ্রিকার ভাষা সংস্কৃতিতে পুনরাবৃত্তির ভান একটা বড় ভূমিকা পালন করে। সেই পুনরাবৃত্তির কৌশল এখানে লক্ষ্য করা যায় সেজেয়ারের কবিতায়। যে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে সেজেয়ার শান্তিকে একটু একটু করে বাড়তি শক্তি দিচ্ছেন প্রতি পংক্তিতে। তার মধ্যে একটা চূড়ান্ত বিনোদন খুঁজে পাচ্ছেন যা সূর্যকে রোজ সুনতুন করে। আরেকবার লক্ষ্য করা যাক এই পুনরাবৃত্তির পদ্ধতি -

সোজা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ভিতে
খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে তার কেবিনে
টানা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ডেকে
দাঁড়িয়ে রয়েছে সিধে হয়ে সূর্যর নীচে
দাঁড়িয়ে রয়েছে ঋজু হয়ে রক্তের ভেতর
দাঁড়িয়ে রয়েছে
সোজা
আর মুক্ত
(বাঁদুরে রুটির গাছ / এমে সেজেয়ার)

বাঁদুরে রুটির গাছ (baobab tree), যা রাজস্থান ও উত্তর ভারতের দিকেও কিছু মেলে, ছড়িয়ে রয়েছে গোটা দক্ষিণ আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে, অশ্বত্থের চেয়েও এক বিশালাকৃতি বৃক্ষ যাদের আফ্রিকার মানুষের আত্মমর্যাদার প্রতীকিতায় সেজেয়ার নিয়ে আসেন তাঁর কবিতায়। সিধে , সোজা , খাড়া মেরুদন্ডের পরিশ্রমী, সাহসী, সরল মানুষ। ঐ ঋজুতাকে আবিস্কার করেন তাদের 'রক্তের ভেতর'। ফরাসী ভাষায় লেখা হলেও বলাই বাহুল্য, এ ফরাসী কবিতা নয়।

আরো একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায় সেজেয়ারের কবিতায়। মানুষের উপস্থিতি বা মনুষ্যভাবনার সঙ্গে যেন বিলীন হয়ে গেছে প্রাকৃতিক মৌলগুলি - জল, বৃক্ষ, জঙ্গল, নদী, আগুন, পাখি, ফেনা, ফল। কোন কবিতাই তাদের বাদ দিয়ে নয়। এমনই একটি কবিতা নীচে অনুবাদ করলাম -

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

নিমন্ত্রণ / এমে সেজেয়ার

ওঠো সংখ্যাহীন, তৃণহীন প্রতিটি মদ্য শব্দের অগ্রদূত
উঠে এসো আমার যে বুকে প্রাচীন উপসাগরগুলি নুন মাখিয়ে রেখেছিল
আর নবীন রঙে নরম হয়ে ছিল আকাশের স্তনময়
এবং কি দারুণ হীরার ছোঁয়ায় বৈদ্যুতিন নারীরা

বিস্ফোরক শক্তি তোমার কোটরে ঘোরে
জ্বলন্ত বস্তুর সাথে পুনরায় শুরু হয় এক টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ
যে প্রেমের বার্তা পৃথিবীর চার কোণে ছড়িয়ে গিয়েছিল
তাদের আলো জ্বালিয়ে ফিরিয়ে দেয় কবুতরের নক্ষত্রঝাঁক

আর আমি। ভয় পাবার মত কোনই কারণ নেই
অ্যাডাম আর আমি একই সিংহের থাবার নীচে পড়িনি
এমনকি এক গাছের নীচেও নই
আমি খুব অন্যরকম গরম অন্যরকম ঠান্ডার লোক

আমার সেই শৈশব, সেই দুধে পড়া মাছি আর ছটফটানো টিকটিকি
প্রহরা ইতিমধ্যেই গলে যাচ্ছে তারাদের দেশে
আর আমরা দ্রুত ভেসে যাচ্ছি বাঁকানো সমুদ্রের ওপর দিয়ে
যেখানে পোঁতা রয়েছে ভাঙা জাহাজের বাহু,
ভেসে গেছি এক উপকূলে যেখানে অভ্যর্থনা জানায় বুনোমানুষ,
যারা ধনুর্ধর, পেটানো লোহা দিয়ে জঙ্গল ভেঙেছে,
- জেটিতে কমরেডদের সাথে ঘুম -
প্রত্যাবর্তনের নীল সারমেয়, হিমশৈলের শ্বেতভল্লুক
এবং আপনার ঐ প্রকৃত অদ্ভুত অন্তর্ধান
গ্রীষ্মমন্ডলের ঘন মধ্যাহ্নে এক ভৌতিক নিশি-নেকড়ের মত

কেন জানিনা এই কবিতা পড়তে পড়তে আমার বারবার মনে হয়েছে এ এক আফ্রিকান জীবনানন্দ দাশের লেখা 'রূপসী ক্যারিবিয়ান' এর কবিতা।

১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মে, একোল নর্মেল সুপেরীয়রের পরীক্ষা দেবার পর সেজেয়ার কিছুদিন ছুটি কাটাতে যান ইউগোস্লোভিয়ায় এক বন্ধুর সঙ্গে। আড্রিয়াটিক উপকূলে ঘোরার সময় দূর থেকে একটা ছোট দ্বীপ দেখতে পান। নিজের ছেলেবেলার স্মৃতি জেগে ওঠে। সেই রাতেই সেজেয়ার ঠিক করেন মার্তিনিকের শৈশবের স্মৃতি নিয়ে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখবেন। লেখা সেই রাতেই শুরু হয়। পরদিন ভোরে একজনকে জিজ্ঞেস করেন - কি দ্বীপ ওটা। লোকটি বলে - ঐ দ্বীপের নাম - মার্তিনস্কা। আশ্চর্য নাম-মাহাত্ম্য। পূর্বরাতে যে কবিতা শুরু হয়েছিল সেই কবিতা সার্থকতা পেয়ে যায় ওখানেই। এই কবিতা - 'জন্মস্থানে প্রত্যাবর্তনের নোটবুক' তর্কাতীতভাবে এমে সেজেয়ারের সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা। এই কবিতাতেই সেজেয়ার প্রথম ব্যবহার করেন 'নেগ্রিস্মো' শব্দটি। কবিতার অংশবিশেষ -

জন্মস্থানে প্রত্যাবর্তনের নোটবুক / এমে সেজেয়ার

ক্ষুদ্র প্রহরের শেষে বিশাল , অনড় এক রাত, তারাগুলো কুপিয়ে মারা মোষের চেয়েও মৃত
আমাদের যাবতীয় শয়তানী ও আত্মত্যাগ ফুঁড়ে তার ঢিমে বাতিগুলি ফোটে।
.....

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ক্ষুদ্র প্রহরের শেষে, আমার প্রিয় আস্বাদে মেশানো এই মৌলিক দেশ
মৃদু নরম নয় বরং স্থূল প্রভাতী স্তনবৃন্তে জাগা
যৌন ঝড়ের মুখ আর এক একটা তালগাছ তার কেন্দ্রের কঠিন বোঁটায় ;
বৈদ্যুতিক ছোট নদীর স্খলিত রাগরস আর সেই ত্রিনিতে থেকে গ্রান্ড খিভিয়ের পর্যন্ত
সমুদ্রের দীর্ঘচোষ হিস্টিরিয়া
.....

ক্ষুদ্র প্রহরের শেষে, আরেকটা দুর্গন্ধময় ছোটবাড়ী ছোট সরু রাস্তায়, এক বামনগৃহ যার
পচা কাঠের লুকনো রন্ধ্র বাঁচিয়ে রেখেছে ওজন ওজন ইঁদুর ; ধরে রেখেছে আমাদের ছটা
দুবৃত্ত ভাই-বোনকে ; এক নিষ্ঠুর বাড়ী, যার হাঁ-মুখ খুলে মাসের শেষে এক বিরাট হাঁ,
আমাদের বদমেজাজী বাবা কোন এক স্থায়ী যন্ত্রণার যাঁতাকলে পড়া, ঠিক কোন
যন্ত্রনাটা আজও অজ্ঞাত, যাকে কোনো এক আশ্চর্য অপ্রত্যাশিত যাদু বিষণ্নতায় পাড়িয়ে রাখতো
বা হঠাৎ রাগের সপ্তম আগুনে তুলে দিত, আর আমাদের মা
যার দুটো পা প্যাডেল করে চলে, দিনরাতের প্যাডেল
আমাদের অবিরাম খিদের পেছনে, এমনকি একেকদিন রাতে উঠেও দেখি
তার পা প্যাডেল করে চলেছে সারারাত ; তেতো কামড় পড়েছে সেই
নিশিগায়িকার নরম সুরেলা মাংশে, সেই গায়িকা যার আরো কত প্যাডেল করা বাকী
আমাদের খিদের পেছনে
দিনরাত আর রাতদিন।
.....

(এমে সেজেয়ারের কবিতা/কাব্যাংশ মূল ফরাসী ও ইংরেজি তর্জমার সাহায্যে বঙ্গানুবাদ করেছেন আর্যনীল মুখোপাধ্যায়)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com